যুগান্তর

তারিখ 24 JAN 2009
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

সিন্ডিকেট বইয়ের বাজারেও

নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের ন্যায় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের বাজারেও সিন্ডিকেট থাবা বিস্তার করিয়াছে। নূতন সরকার যখন সিন্ডিকেট ভাঙিয়া দেওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তখন পাঠ্যবইয়ের চড়া দাম মানিয়া লওয়া যায় না। প্রতি বৎসর শিক্ষার্থীদের বই পাইতে ভোগান্তির শিকার হইতে হয়, সেইকথা কাহারো অজানা নহে। বৎসরের প্রথমদিকে শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরু হইলেও বই পাইতে বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই বৎসর নূতন উপসর্গ যোগ হইয়াছে সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য। আরও দুর্ভাগ্যজনক, জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এনসিটিবি'র কতিপয় অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশেই সিন্ডিকেট শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের পকেট কাটিয়া লইতেছে। বৃহস্পতিবার যুগান্তরে প্রকাশিত খবরের জানা যায়, পাইকারি বিক্রেতারা কমিশন দিতেছেন না বলিয়া খুচরা বিক্রেতারা ক্রেতাদের নিকট অতিরিক্ত দাম আদায় করিতেছেন, যাহার পরিমাণ পঞ্চাশ হইতে শতভাগ। এনসিটিবি'র দাবি, পাইকারি বিক্রেতাদের ৩০ শতাংশ এবং খুচরা বিক্রেতাদের ১৭ শতাংশ কমিশন দেওয়া হয়। সেই ক্ষেত্রে তাহারা অতিরিক্ত দাম লইতে পারে না। বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রী পর্যন্ত গড়াইয়াছে এবং তিনি দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা লইবার নির্দেশ দিয়াছেন। মন্ত্রীর এই নির্দেশ কতখানি কার্যকর হয় উহাই দেখিবার বিষয়। পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী পাঠ্যবই মুদ্রণ হইতে বিপণন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে একটি সিন্ডিকেট। ২৯১টি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান এই বৎসর এনসিটিবি'র কার্যাদেশ পাইলেও নামে-বেনামে সিংহভাগ কাজ করিয়া থাকে ৭-৮টি প্রতিষ্ঠান। অভিযোগ রহিয়াছে, এই প্রতিষ্ঠানগুলিই অধিক মুনাফার লোভে বাজারে পাঠ্যবইয়ের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করিয়াছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৫ জানুয়ারি পাঠ্যবই আসিবার কথা থাকিলেও এনসিটিবি ও মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলি উহা নিশ্চিত করিতে পারে নাই। অবস্থা সংকটজনক দেখিয়া মন্ত্রী সরেজমিন বাংলাবাজার পরিদর্শন করিয়া অবিলম্বে ২০ লক্ষ বই সরবরাহের নির্দেশ দিয়াছেন। ৩১ জানুয়ারির মধ্যে সকল পাঠ্যবই সরবরাহ করিবার কথা। বাস্তবে উহা সম্ভব হইবে না বলিয়া সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। পাঠ্যবই লইয়া প্রতি বৎসর তেলেসমাতি কাণ্ড ঘটিয়া থাকিলেও কাহারও বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা লওয়া হয় না। বরং কথিত কালো তালিকার ঘেরাটোপ হইতে বাহির হইয়া অভিযুক্তরাই কার্যাদেশ পাইয়া থাকে। এনসিটিবি'র পাঠ্যবইয়ের মান লইয়াও শিক্ষার্থীদের অভিযোগের শেষ নাই। সারা বৎসর মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলি কুম্ভকর্ণের ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে এবং শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়া করিয়া বই ছাপায়। ইহাতে মুদ্রণের মান যেমন খারাপ হয় তেমনি ভুল হইবার আশংকাও। এক বইয়ের কভার অন্য বইয়ে লাগানো কিংবা পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্টাপাল্টা হইবার ঘটনাও কম নহে। পাঠ্যবইয়ের মান রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান এনসিটিবি'র কর্মকর্তারাও এই ব্যাপারে লাজবাব। দোষীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না লইবার কারণেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে। ইহা কোনভাবে কাম্য নহে। আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য হইল, যথাসময়ে মানসম্মত পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছাইতে হইবে। আর বইয়ের নির্ধারিত দামের চাইতে এক পয়সাও বেশি লওয়া চলিবে না। ভোগ্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে সিন্ডিকেট ভাঙিয়া দিবার যেই উদ্যোগ সরকার লইয়াছে উহাকে স্বাগত জানাইবার পাশাপাশি পাঠ্যবইয়ের সিন্ডিকেট ভাঙিয়া দিবার জোর দাবি পেশ করিতেছি।